তিস্তা

তিস্তা কিছুতে খাবে না। দুধ খাবে না, ভাত খাবে না, লুচি, রুটি, সন্দেশ কিছু খাবে না। তার লোভ কেবল আচারে। চাকর অর্জুন তাকে ভয় দেখায়—ওই কোলা ব্যাঙ আসছে শিগ্‌গির খেয়ে নাও। তিস্তার বয়স দু'ছর।

সে আধো-আধো কথায় জিজ্ঞেস করে—কই কোলা ব্যাঙ ?

ওই জানলা দিয়ে আসবে।

তিস্তা ছুটে পালিয়ে যায়। দুধ খায় না। ভাত খাওয়াতে বসে অনিমা দি। তিস্তা কিছুতেই মুখে তোলে না ভাত। অনিমাদি বলে—ওই জুজুবুড়ী আসছে। শিগ্‌গির খেয়ে নাও—

তিস্তা জিজ্ঞেস করে—কই জুজু বুড়ী ?

ওই জানলা দিয়ে আসবে।

তিস্তা উঠে পালিয়ে যায়। ভাত খায় না। তিস্তার মা মোহনভোগ নিয়ে সাধাসাধি করছে।

খা না একটু—

তিস্তা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

খাবে না—

হালুম বুড়ো আসবে এখুনি—

কই হালুম বুড়ো ?

ওই জানলা দিয়ে আসবে।

ভাঙা জানলাটা দেখায় তার মা।

পালিয়ে যায় তিস্তা। খায় না।

কোলা ব্যাঙ, জুজু বুড়ী আর হালুম বুড়ো এই তিনটে জীব কি রকম ? ওই ভাঙা জানলাটার ওপারে তারা থাকে ? কেমন দেখতে ? কৌতুহল হয় তিস্তার। ভয়ও করে। একদিন ছবি টাঙাবার জন্যে অর্জুন একটা ছোট টেবিল নিয়ে এল জানলাটার ধারে। ওই ভাঙা জানলাটার ওপরই ছবি টাঙানো হল একটা। টেবিলটা কিন্তু অর্জুন তখনই সরিয়ে নিয়ে গেল না। দুপুর বেলা। সবাই ঘুমোচ্ছে। তিস্তার ঘুম ভেঙে গেল। তার পিসি সেইদিনই তাকে একটা খেলার বন্দুক কিনে দিয়েছে। সেইটে নিয়েই ঘুমেয়েছিল সে। পিসি তাকে বলেছিল—এই বন্দুক দিয়ে তুমি কোল ব্যাঙ, হালুম বুড়ো, জুজু বুড়ী সবাইকে তাড়িয়ে দিতে পারবে।

বন্দুকটি হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে উঠল তিস্তা। ভাঙা জানলার কাছে গিয়ে টেবিলটার পাশে দাঁড়াল। ভয়ে বুকটা কেঁপে উঠল একটু। তবু সাহস সঞ্চয় করে সে উঠে পড়ল টেবিলের উপর বন্দুকটা নিয়ে। ভাঙা জানলাটার ফাঁক দিয়ে দেখল দেওয়ালের উপর গুটিসুটি হয়ে একটা বেড়াল বসে আছে।

তুমি কি কোলা ব্যাঙ ?

তুমি কি জুজু বুড়ী ?

তুমি কি হালুম বুড়ো ?

বিড়াল বলল – মিউ।